আশার শয়নে আবশে গলিয়া ঢলিয়া পড়িত প্রাণ
তেমতি করিয়া আবার সাজায় যদি কেহ এ জীবন
দেখি পারি কিনা অনন্তের বুকে এবার ঢালিতে মন।

৭

কুটীরের দীপ হাসিয়া কহিছে "সে আলো জ্বালিলে পুন
"অনন্তের দিকে চাহিবে না ফিরে তোমাতে ডুবিবে মন
"হেরি প্রতিদিন যে জ্বালে আমারে সে নাহি অনন্তে হেরে
"খায় দায় পরে শেষে শয্যা পাতি আলস্যে ঘুমায় পরে
"আমারেও ফিরে দেখেনা চাহিয়া নিবি আমি ধীরে ধীরে
"চারি পাশে তার ভীষণ আঁধার আসিয়া দাঁড়ায় ঘিরে,
"জ্বালিতে আমারে আসিলে সুন্দরী সুধাইয়া ছিনু তায়
"চাঁদের কিরণে বিভোর অনন্ত সে কেন ফিরে না চায়,
"রাখি তৈলাধার অঙ্গুলি নির্দ্দেশি পুলকে বিভোর হই
"স্বামীরে দেখায়ে কহিল সুন্দরী 'আমার অনন্ত ওই'।"

৮

নিবিল প্রদীপ নয়নের পথে সংসার ভাসিয়া ওঠে,
কত প্রিয় মুখ কত প্রিয়-দুঃখ মানস ভরিয়া ফোটে,
অঙ্গুলি তুলিয়া আমারে নির্দ্দেশি পুলকে পুর্ণিত হই
কত জন তার কহিছে ডাকিয়া আমার অনন্ত ওই,
দেখিনু চাহিয়া তাহাদের পানে বদনে করুণ আঁকা
দুনয়ন ভরা মমতার সিন্ধু বাহুতে যতন মাখা;
একে একে একে হইল স্মরণ সুখ দুখ যত যার,
দেখিনু চাহিয়া আমাতে বাসনা ঢালিয়াছে কতবার,
বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল হৃদয় অনন্ত কোথায় আর,
হাসি কহে শশী "ফুটিয়াছে আঁখি ঢাল প্রাণ এইবার!"

হুগ্‌লী স্মিথ্‌ ঘাট। ঈশান।—

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | ভাদ্র ১২৯৪। | ২য় সংখ্যা।

পানিপতের যুদ্ধ।

(পণ্ডিত কাশীরাজের গ্রন্থ হইতে)

৪।

পরদিন উজীর সেই দুরাণী সেনাকে ডাকাইয়া মুণ্ড কোথায় আছে ঠিক বলিয়া দিলে লুণ্ঠনদ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না—এইরূপ আশ্বাস দিলেন। তাহাতে দুরাণী সৈনিক বস্ত্রাবৃত একটা মুণ্ড আনিয়া উজীরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল; মুণ্ড চিনিবার জন্য রাজাবাবু পণ্ডিতকে ডাকান হইল; সে দেখিয়া বলিল, "এ মুণ্ড ভাওয়েরই বটে, তিনি আমার প্রভু ছিলেন, অতএব এ মুণ্ডের সৎকার করা আমার পবিত্র ধর্ম্ম, মুণ্ডটি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিন, আমি স্বধর্ম্মাচার অনুসারে দাহ করিব।" উজীর ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তকটি তাহাকে দিলেন এবং কেহ প্রতিবন্ধক না হয় এজন্য কয়েকজন চিহ্নিত সেনা প্রেরণ করিলেন। রাজা বাবু পণ্ডিত শিবিরের বহির্ভাগে মুণ্ডের সৎকার করিল। তৎপরে ভাওয়ের মৃত্যু বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। পানিপতের যুদ্ধ এবং ভাওয়ের মৃত্যু বিষয়ে আমি যাহা চক্ষে দেখিয়াছি ও স্বহস্তে করিয়াছি, এই খানে তাহার শেষ হইল।

পরে শুনা গেল, মলহর রাও, আমাজী গৈকোয়ার, সুদেব বেতাল প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ভাওয়ের এক পত্নী অশ্বারোহণে দীগ নগরে পলায়ন করিতে সক্ষমা হইয়া-

কান্থ চৈতন্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাতে মিশাইতেছে সেইরূপ বাহ্যার্থ অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক অর্থ বিরাজ করে। বাহ্যার্থ ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিষ্ঠা হয় না; অথচ প্রতিমার ন্যায় বাহ্যার্থ নিরর্থক মাত্র।

সাধারণ জনগণ আধ্যাত্মিক অর্থোপদেশের পাত্র নয়। অসম্পূর্ণোপাসনা বস্থায় আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ে ধারণা হয় না। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে ফল হইতে পারে। চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ ধর্ম্মের উপদেশ অসম্পূর্ণাবস্থার ব্যক্তিও গ্রহণ করিতেছে, তাই তাহার ফল বিপরীত ঘটিয়াছে। বাবাজীর নামমাত্র কৌপীনধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে "হরি বোল" ব'লে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছে, আর অধর্ম্মের অবতার হইয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমস্ত অকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র উপদেশ দানে সবিশেষ সতর্ক তাই আজিও হিন্দুধর্ম্ম অস্থিমাত্র সার হইয়াও সজীব রহিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ধর্ম্মের দ্বেষাদ্বেষী।)

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্টা বন্দা, রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন রেবরেণ্ড কে এম ব্যানর্জ্জী। এই চতুর্ব্বিধ নামধারী ব্যক্তি বঙ্গদেশের যে এক জন অতি চিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা আর আমার এক্ষণে বলিয়া দি পাইতে হইবে না। খ্যাত্যাপন্ন পাঁচালী রচয়িতা এক চক্ষু অন্ধ লক্ষ্মীকা বিশ্বাস; তাঁহার অন্যতর নাম লখে-কাণা ছিল। তিনি বলিতেন "যিনি আমাকে লক্ষ্মীকান্ত বলেন, তিনিই আমাকে বিশ্বাস বলেন, কি যে ব্যাটা আমাকে লকে বলে সে ব্যাটাই আমাকে কাণা বলে।" সেইরূ চারি প্রকার লোকে কৃষ্ণমোহনকে চারি প্রকার নামে অভিহিত করিত তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খ্রীষ্টা হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার সেই নামই ছিল, কিন্তু যখন তিনি খৃষ্টান হইয়া হিন্দ দিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে কেষ্টা বন্দা বলি ডাকিত। পক্ষান্তরে সাহেব এবং দেশী খ্রীষ্টান মহলে তিনি রেবারেণ্ড কৃষ্ণামোহন বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কনবোকেশন এ

সভাসমিতিতে তিনি রেবারেণ্ড কে, এম, বানর্জ্জী বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বিদ্যাবুদ্ধির জোর তেমনই আবার বৈষয়িক বুদ্ধিও চমৎকার ছিল। আমি অনেক বিচক্ষণ লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান হইয়া যেমন দেশী খ্রীষ্টানের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, খৃষ্টান না হইলেও তিনি যে ব্যবসায় প্রবেশ করিতেন তাহাতেই তিনি যশস্বী এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন বড় বড় লোকের জন্ম হইয়াছিল এবং যদিও তাঁহারা সকলে কৃষ্ণমোহনের সমবয়স্ক ছিলেন না, তথাপি তিনি তাঁহাদের সমসাময়িক ছিলেন। প্রথমতঃ রামমোহন রায়, তখন কৃষ্ণমোহন অবশ্যই বালক ছিলেন। তদনন্তর দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, মতিলাল শীল, রসময় দত্ত; তদনন্তর কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; তদনন্তর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র জীবিত আছেন, আর সকলেই কৃষ্ণমোহনের অগ্রে লোকান্তরিত হইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতাই ছিল কৃষ্ণমোহনের জন্মস্থান। বাহির সিমলা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে তাঁহার বাড়ী ছিল এবং সেইখানে বোধ করি এখনও তাঁহার একজন জ্ঞাতির বাস আছে। কুলীন বামনের ছেলে কৃষ্ণমোহন অবশ্যই শ্রীমান ছিলেন। বর্ণ আগে ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া মদ্য-মাংস-সেবন, গাত্রে সাবানানুলেপন ও সাহেবী ধরণে কালযাপন করাতে বর্ণটা শেষে গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টান হওয়ার পরে কৃষ্ণমোহন যদিও ধূতি চাদর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও সাহেবী হ্যাট কোট অবলম্বন করেন নাই; কেবল ইদানীন্তন দুই গালে দুইটা শ্বেত চুলের গালপাট্টা রাখিয়া এমন সুন্দর মুখখানি বিকৃত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হইতে হইলে যে সকল ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়, তৎসমস্তই কৃষ্ণমোহন বিসপস্ কালেজে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তদতিরিক্ত তিনি সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন; কিন্তু গোল্ড্ষ্টুকর, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি ইউরো-

পীয় পণ্ডিতগণ যে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত চর্চ্চায় উন্মত্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণ
মোহনের ঠিক তাহার বিপরীত উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা হইয়াছিল
তিনি কেবল হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের ছিদ্র অনুসন্ধান
করিবার এবং দোষ দেখাইবার নিমিত্ত এই অদ্বিতীয় ভাষাটী অধ্যয়ন করি
য়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কার্য্যই সেই উদ্দেশ্যমুখী বলিয়া
বোধ হয়।

ইদানীন্তনই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজাতিবৎসল হইয়াছিলেন।
তাহাতেই সভাসমিতিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সভাপতি স্বরূপে বরণ করা
হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের জন্যও অনেকে
ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে বরং কৃষ্ণমোহন হিন্দু
সমাজের একজন পরম শত্রু বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। কলিকাতার
অধিক লোকে তাঁহাকে 'ঘর মজ্জানে কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিত। বালকদিগকে এক
বারের অধিক তাঁহার সংসর্গে দেখিলে তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত
হইত। ফলেও কৃষ্ণমোহন অনেক অপরিণত-বয়স্ক এবং সুকুমারমতি হিন্দু
বালকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি যে কত হিন্দু পিতামাতাকে শোক
সাগরে ডুবাইয়া তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা
করিতে পারে? ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্র
মোহন ঠাকুর। যদি হিন্দুবালকদিগকে কেবল ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াই
তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কারণ
তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক এবং সেই নিমিত্ত বেতনভোগী। সেই ধর্ম্ম প্রচার
করাই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল এবং তাহাতে তিনি উৎসাহ দেখাইলে
নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং তিনি প্রশংসনীয়ই হইতে পারেন। কিন্তু তাহা
তাহা নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির চক্রান্তটাও বহুল পরিমাণে ছিল। বালকের মন একবার খৃষ্টান ধর্ম্মের দিকে ধাবমান করিতে পারিলে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা পরে আর তাহার মতি ফিরাইতে না পারে তৎপ্রতি কৃষ্ণমোহনের বিলক্ষণ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল এবং সেই জন্য কোন বালক একবার তাহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে আর তাহার পিতামাতার সহিত সর্ব্বদা দেখা কিম্বা কথোপকথন করিতে দিতে আশঙ্কা করিতেন। কৃষ্ণমোহন জানিতেন যে বাঙ্গালী বালকেরা তাহাদের পিতামাতার অত্যন্ত বশীভূত অতএব যদি বালক তাহার মাতার ক্রন্দন দেখিয়া কিম্বা পিতার বিনয়বাক্য

শুনিয়া ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার শীকার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, সেই জন্য বালককে তাহার বন্ধুবান্ধবের অন্তর করিয়া রাখিয়া যত শীঘ্র সাধ্য তাহাকে ব্যাপ্‌টাইজ করা হইত। তবে কেবল লোক দেখান যে দুই একবার তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হইত সে কেবল নাম মাত্র। বালক একবার হস্তগত হইলে ব্যাপ্‌টাইজ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কদাচিৎ বাহিরে যাইতে পারিত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হওয়ার অভিপ্রায়ে পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া (শুনিয়াছি) প্রথমে কৃষ্ণমোহনের আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণমোহন দেখিলেন যে মধুর পিতা রাজনারায়ণ বাবু একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাঁহার জমিদারীতে অনেক লাঠিয়াল শড়কীওয়ালা আছে, বিশেষ কলিকাতায় সমস্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগের সহানুভূতি রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষে, অধিকন্তু কলিকাতায় পুলিষও তখন পরাক্রান্ত ছিল না, অতএব রাজনারায়ণ বাবু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মধুকে তাঁহার গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন, এই আশঙ্কায় যে পর্য্যন্ত ব্যাপ্‌টাইজ করা না হয় সে পর্য্যন্ত মধুকে কেল্লার মধ্যে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে লাট-পাদ্রী কেল্লার কর্ত্তা ব্রিগ্রেডিয়ার পৌণী সাহেবকে অনুরোধ করিয়া কেল্লার মধ্যে ঐ সাহেবের কুঠিতে মধুর থাকিবার এরূপ এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে তথায় যাইয়া রাজনারায়ণ বাবু কিম্বা অন্য কোন বাঙ্গালী মধুর প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবেন না। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কৃষ্ণমোহন যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, মধু সেই সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই লাট-পাদ্রী এবং ব্রিগ্রেডিয়ার পৌণী সাহেব মধুকে ঐরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, নচেৎ অন্য কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলে তাঁহারা সেইরূপ সাহায্য করিতেন কি না সন্দেহের বিষয়।

জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুরের খৃষ্টান হওয়া এবং কুচবিহারের রাজার ব্রাহ্ম হওয়া সমান কথা। উভয় ঘটনাতেই ধর্ম্মযাজকের আত্ম-স্বার্থ-বিশিষ্ট গাঢ় অভিসন্ধি নিহিত ছিল। এই দুই কার্য্যের জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মের নিকট অব্যাহতি পাইবেন কি না তাহা যিনি ধর্ম্ম তিনিই জানেন, কিন্তু উভয়েরই লোকসমাজে বুঝাইবার অনেক কথা ছিল। জ্ঞানেন্দ্র বাবু অধিক বয়সে এবং যখন তাঁহার বুদ্ধি খুব প্রস্ফুটিত এবং পরিপক্ক হইয়াছিল, তখন খৃষ্টান হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। তন্নিমিত্ত কৃষ্ণমোহনকে কেহ নিন্দা করিতে পারে না আমি বরং তাঁহাকে প্রশংসাই করি। কৃষ্ণমোহন উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের বংশকে উচিত প্রতিফল দিয়াছিলেন। পীরালী মহাশয়ের কন্যাভারগ্রস্ত হইলে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া কুলীনের ছেলেদের জাতিনাশ করেন, কৃষ্ণমোহন না হয় ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া তাঁহার অবিবাহিত কন্যার নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে হস্তগত করিয়াছিলেন; ইহাতে কৃষ্ণমোহনের কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া বৃদ্ধ এবং ব্যথিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে বালক এবং ইতর ব্যক্তির ন্যায় ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং অবমানিত করা কৃষ্ণমোহনের উচিত কার্য্য হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে খৃষ্টান করিয়া এবং তাঁহাকে কন্যা বিবাহ দিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পরিমাণে উল্লাস এবং উৎসাহ হইয়াছিল, তাহার অধিক পরিমাণে প্রসন্নকুমারের দুঃখ ও মনঃক্ষোভ হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস যে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করায় তাহার পিতার যত আপত্তি ছিল, তাহার শতগুণ অধিক আপত্তি কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করাতে হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, প্রসন্নকুমার বাবু তাঁহার শেষ বয়সে পুত্রের কার্য্যগতিকে মনে বড় শক্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার বাবুর হৃদয় বিলক্ষণ সংযত এবং কঠিন ছিল এবং সেই জন্য তাঁহার কথা বার্ত্তায় কিম্বা কার্য্য-কর্ম্মে সহসা কেহ তাঁহার শোক দেখিতে পাইত না, কিন্তু রাবণের চুল্লির ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণের ভিতর পুত্রের বিরহাগ্নি যে সদাসর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহা তাঁহার সহচরেরা সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিত এবং কৃষ্ণমোহনও তাহা না জানিতেন এমন নহে, বরং তিনি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা প্রসন্নকুমার বাবুর অনেক গোপনীয় এবং আন্তরিক সংবাদ অবগত ছিলেন।

আমি জানি, এক দিবস প্রসন্নকুমার বাবু বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে তাঁহার বিখ্যাত মুঙ্গেরের পীরপাহাড়ীর বাড়ীতে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া হাওড়ার রেলওয়ে ষ্টেষণের প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হইয়া ধীর গতিতে প্রথম শ্রেণীর এক গাড়ীতে যাইয়া উঠিতেছিলেন। সেই দিন কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার স্ত্রী অন্য কোন স্থানে যাইবার জন্য তাহার পূর্ব্বক্ষণে অন্য এক গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সেই গাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণমোহন তাঁহার স্ত্রীকে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন

"ঐ দেখ আমাদের বিয়াই যাইতেছেন।" প্রসন্নকুমার বাবু এই কথা শুনিবামাত্র ঘাড় হেঁট করিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণমোহন নাছোড়বন্দা; কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ তাঁহার গাড়ী হইতে নামিয়া যথাসাধ্য উচ্চ কণ্ঠে "ও বেয়াই ও বেয়াই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "বিয়াই আসুন না কেন আমরা দুই বেয়াই এবং বেয়ানে একত্র হইয়া এক গাড়ীতে যাই।" কৃষ্ণমোহনের এই ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া এবং পথি মধ্যে কৃষ্ণমোহন কর্ত্তৃক আরও অবমাননিত হওয়ার আশঙ্কায় প্রসন্নকুমার বাবু সেই যাত্রায় মুঙ্গের যাওয়া রহিত করিয়া অধোমুখে এবং ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণমোহন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘটিত অনেক উপখ্যান আছে, কিন্তু তাহা লিখিয়া আমি আর পাঠকবৃন্দের সময় নষ্ট করিব না। এসকল কথা তাহাদের ভাল লাগিবে না।

যাহাতে হিন্দুর উৎসাহ, তাহাতেই কৃষ্ণমোহনের নিরুৎসাহ এবং যাহাতে তাহাদের উদ্যোগ ও আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার নিরানন্দ ছিল। হিন্দুদিগের সভাসমিতিতে তিনি যোগ দিতেন না এবং হিন্দুদিগের যাহাতে কোন উপকার হয় তাহার দশ হাত অন্তর দিয়া চলিয়া যাইতেন। এই দেখুন না কেন, যে হেয়ার সাহেব হিন্দুসমাজের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত ছিলেন এবং যাঁহার কৃপায় এবং যাঁহার স্কুলে বিনা বেতনে কৃষ্ণমোহন ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল কৃষ্ণমোহনই সেই হেয়ার সাহেবের বৈরঙ্গ ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পরে কলিকাতায় সকল হিন্দু বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া তাঁহার শবের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কেবল কৃষ্ণমোহন সেই যাত্রায় যোগ দেন নাই। কৃষ্ণমোহন যদি সেই সমাধি স্থানে উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে শুনিতে পাইতেন যে স্কচ্ চর্চ্চের পুরোহিত রেবারেণ্ড ডাক্তার চার্লস্ সাহেব বাইবেলের এক শান্তিপূর্ণ বচন ভিত্তি করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। বাইবেলের সেই বচন এই—'Ye fight not with the dead' অর্থাৎ তোমরা মৃতব্যক্তির সহিত বিবাদ করিওনা। অনেকের মনে হইয়াছিল কথা গুলা যেন কৃষ্ণমোহনকে উপলক্ষ করিয়াই বলা হইতেছে। হেয়ার সাহেবের স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের জন্য মেডিকেল কালেজ গৃহে হিন্দুদিগের এক

মহতী সভা হইয়াছিল তাহাতেও কৃষ্ণমোহন উপস্থিত হয়েন নাই। হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃষ্ণমোহনের মনোমালিন্যের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি হেয়ার সাহেবের অধিক শ্রদ্ধা ছিল না এবং হিন্দুর ছেলেরা যে খ্রীষ্টান হয়, তাহা তিনি ভাল বাসিতেন না।

হিন্দুকালেজের উপরেও কৃষ্ণমোহন বাবুর বিরাগ ছিল, কারণ তাহাতে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় বালক বিদ্যাভ্যাস করিতে পাইত না এবং বাইবেল কিম্বা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন পুস্তক পঠিত হওার অনুমতি ছিল না। কৃষ্ণমোহনের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু কালেজের কোন রূপ বিঘ্ন করিতে পারিলে অনেক হিন্দু বালককে তিনি খৃষ্টান করিতে পারিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি এক বার একটী সুন্দর কৌশল খেলিয়াছিলেন ; কিন্তু হিন্দুকালেজের সৌভাগ্যে এবং হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে সেই কৌশল সফল হইতে পারিল না। বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না যে কৃষ্ণমোহনই প্রথমে দেশী খৃষ্টানের কুল পবিত্র করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু ভদ্রবংশীয় কিম্বা কৃতবিদ্য লোকে খৃষ্টান হইত না। পাদ্রী সাহেবেরা নীচ জাতীয় লোককে ব্যাপ্‌টাইজ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় সুন্দর বনের এবং অনেক জেলার দুর্গম্য স্থানের দরিদ্র কৃষী প্রজাদিগকে ধান চাউল এবং টাকা দিয়া কিম্বা জমিদার তালুকদারের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার প্রলোভন দেখাইয়া খৃষ্টান করা হইত। কলিকাতায় মৃজাপুরে সাণ্ডিল সাহেবের গির্জ্জাতে যে সকল বাঙ্গালী খৃষ্টান বাস করিত তাহাদের অধিকাংশ সাহেবদিগের খানসামা, খিদমতগার, চাপরাশী বা পেয়াদা ছিল। স্ত্রীলোকেরা মেম সাহেবদিগের আয়াগিরী কার্য্য করিত। অধিক সম্মানের চাকরী হইলে কাটিকিষ্ট নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম্ম প্রচারকের চাকরী পাইত ; কিন্তু খ্রীষ্টান হইয়া বিসপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রেবারেণ্ড উপাধি পাইবার পরে তাঁহার চেষ্টায় দেশী খ্রীষ্টান সমাজের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাদ্রী সাহেবেরা দেখিলেন যে কালা খ্রীষ্টানদলের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণমোহনের পদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং তাঁহারা ভাবিলেন যে কৃষ্ণমোহনের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী যুবা ঐ প্রলোভনে পড়িয়া খৃষ্টান হওয়ার জন্য প্রার্থিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও দেখিলেন যে সাহেবদিগের গির্জ্জার মধ্যে কালা পাদ্রীর স্থান হইবে না। চৌরঙ্গির ব্রজীতলার বড় গির্জ্জা ঘর নির্ম্মিত হইলে পরে, কৃষ্ণমোহনকে

তাহার মধ্যে এক কার্য্যের ভার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু সাহেবেরা কালা আদমির পৌরহিত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন কাজেই কয়েক দিন ধরিয়া কৃষ্ণমোহনকে লইয়া পাদ্রীর কর্ত্তৃপক্ষগণের বিভ্রাট উপস্থিত হইল। সে যাহা হউক অবশেষে পাদ্রীরা এক মন্ত্রণা করিয়া সেই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। মন্ত্রণায় স্থিরীকৃত হইল যে কৃষ্ণমোহনকে সাহেবী কোন গির্জ্জায় নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগের জন্য কলিকাতায় বাঙ্গালী টোলার মধ্যে এক নূতন গির্জ্জা বানাইয়া তাহার প্রধান পাদ্রী পদে কৃষ্ণমোহনকে নিযুক্ত করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য হইবে, কারণ তদ্দ্বারা কৃষ্ণমোহনেরও উচিত পুরস্কার হইবে এবং হিন্দুরাও দেখিতে পাইবে যে উপযুক্ত ব্যক্তি খৃষ্টান হইলে পাদ্রীরা তাহাকে উপযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

এই গির্জ্জার স্থান নির্ণয়ের সময়ে কৃষ্ণমোহন তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখাইলেন এবং এক বাণে দুই পক্ষী শীকার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি মিসনরী সাহেবদিগকে পরামর্শ দিলেন যে হিন্দু কলেজের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে কালেজের ছাত্রেরা অন্তত তামাসা দেখিবার জন্য গির্জ্জাতে না আসিয়া ও প্রচারের বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিবে না ; হেয়ার সাহেব কিম্বা কালেজের অধ্যক্ষগণ কতদিন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া রাখিবেন ? নিষেধক হুকুম অবশ্যই ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িবে, কাজে কাজেই অবশেষে কৃষ্ণমোহন তাঁহার বহুকালের মনস্কামনা সিদ্ধি করিতে পারিবেন। এই মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণমোহন অতি গোপনে হিন্দুকালেজের পশ্চিমের বারাণ্ডার পশ্চিম ধারে, যেখানে এক্ষণে হেয়ার স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কালেজ হইয়াছে, সেই স্থানটী ক্রয় করিয়া তাহাতে গির্জ্জা নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বে একটা বৃহৎ বস্তী ছিল, খোলার ঘর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আমরা কলেজে আসিয়া এই স্থানের লোহার কর্ম্মকারদিগের দ্বারা ল্যাটিমের আল বসাইয়া লইতাম। এ দিকে ভিতরে ভিতরে কৃষ্ণমোহন মহা সমারোহের সহিত প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন, কিন্তু হেয়ার সাহেব এবং হিন্দু কালেজের কোন অধ্যক্ষই ইহার কোন সংবাদ জানিতেন না। অবশেষে ভিত্তি সংস্থাপনের অতি অল্প সময় পূর্ব্বে, এক কি দুই দিবস পূর্ব্বে, কি ঠিক সেই দিবস প্রাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভিত্তি গাড়ার

কার্য্যটা বৈকালেই সাধারণত হইয়া থাকে। আমরা কালেজে আসিবার সময় দেখিলাম যে সেই বস্তীর মধ্যে একটী স্থান পরিষ্কৃত হইতেছে, কয়েক গাড়ী বাঁশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে এবং অনেক কুলী মজুর সেইখানে সমবেত হইয়াছে। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, কালেজ বসিবার পরে কালেজের অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে হুকুম আসিল যে সেই দিবস নিয়মিত ৫টার সময় ছুটি হইবে না, সন্ধ্যার পরে ছুটি হইবে এবং কোনও বালক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কালেজ গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। এমন কি প্রহরীরা সেই দিবস কোন ছাত্রকে কালেজের হাতার পশ্চিম দিকের রেলের নিকট যাইতে দেয় নাই। আমরা বালক আমরা রাজনীতি কি বুঝি? স্কুলে আসিবার সময় বস্তীতে আয়োজন দেখিয়া বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে ছুটি হইলে পরে আমরা যাইয়া পেট ভরিয়া তামাসা দেখিব, কিন্তু কালেজের মধ্যে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছুটি হইবেনা শুনিয়া নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইলাম, তথাপি আমরা অনেকে মনে করিলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু শিক্ষকেরা স্বীয় স্বীয় ক্লাসের ছাত্রেরা ক্লাস ছাড়িয়া যাইতে না পারে তৎপ্রতি অত্যন্ত সাবধান হওয়াতে আমরা পলাইতে পারিলাম না, বিশেষ হেয়ার সাহেবের প্রহারের ভয়েও আমরা নিরস্ত হইয়া রহিলাম। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের এত আয়োজন এবং দর্শকদিগের এত আশা সকলই নিষ্ফল হইল। সে দিবস ভিত্তি গাড়া হইল না। শুনিলাম যে হেয়ার সাহেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, মতিলাল শীল প্রভৃতি হিন্দুসমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ স্যার এডওয়ার্ড বায়েলের সহকারে বড় লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা লাট পাদ্রীকে সেই দিবস প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি গাড়ার কার্য্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া পাঠ ইলেন এবং লাট পাদ্রীও সেই অনুরোধ মতে ভিত্তি সংস্থাপন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। হিন্দিতে বলে যে "এক দম হাজার উমেদ" এই গির্জ্জা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই ঘটিল। নির্দ্ধারিত দিবসে ভিত্তি সংস্থাপিত না হওয়াতে হেয়ার সাহেব ও হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পাদ্রীদিগের সেই কার্য্য রহিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন এবং অবশেষে অধ্যক্ষগণ পাদ্রী সাহেবদিগের নিকট সেই ভূমিখণ্ড উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা

সংস্থাপন করিলেন। পাদ্রী সাহেবেরা হেদুয়া পুষ্করিণীর নৈঋর্ত কোণে ভূমি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার উপরে ক্রাইষ্টচার্চ্চ নামে সুন্দর এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে সেই গির্জ্জার প্রধান পাদ্রী পদে বরণ করিলেন। এই রূপে উভয় কুল বজায় রহিল।

হিন্দুকালেজের প্রতি বিরাগ কেবল এক কৃষ্ণমোহনের ছিল এমন নহে, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাধিটী যেন সংক্রামক ছিল। হিন্দু-কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি কোন দোষারোপ কিম্বা সেখানকার ছাত্র-দিগকে অপদস্থ কিম্বা অবমানিত করিতে পারিলে পাদ্রীসাহেবেরা চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না, এই বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত আমি এই স্থানে বিবৃত করিব। আমাদের সময়ে হিন্দুকলেজে যেমন সাহিত্যের অধ্যাপক বিখ্যাত রিচার্ডসন্ সাহেব ছিলেন, গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক তেমনি বিখ্যাত রীজ সাহেব ছিলেন। ইদানীন্তনও রীজ সাহেব নামে আর একজন অঙ্কশাস্ত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের রীজ সাহেব নহেন। আমাদের রীজ সাহেব যদিও রিচার্ডসন্ সাহেব প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতাপন্ন ছিলেন না তথাপি তিনি গণিত বিদ্যায় একজন ধনুর্দ্ধর ব্যক্তি ছিলেন। রীজ সাহেব ইংরাজ ছিলেন না, তিনি সুইজরল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী এবং কেহ কেহ বলেন যে তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সৈন্যের মধ্যে একজন সেনা ছিলেন। সে যাহা হউক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অতি অল্প অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথমে প্রথমে Stop the motion of a ballবলিতে যাইয়া Stop the go of a ball বলিতেন। পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল, বাম হস্তে লিখিতেন। তিনি ছাত্রদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং যে প্রকারে তাহাদের উন্নতি করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে চেষ্টার ও যত্নের ত্রুটি করি-তেন না। রীজ সাহেব এক বার (বোধ হয় ১৮৪৭ কিম্বা ১৮৪৮ সালে হইবে) প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে গণিত-জ্যোতিষে সূর্য্যগ্রহণ গণনার উপদেশ দিয়া কয়েক জন ছাত্রকে আশু-সম্ভবনীয় এক সূর্য্যগ্রহণ গণনা করিতে আদেশ করেন, তাহাতে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের গণনাই উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ হয়। এই ঈশ্বর বাবু পরে বহুকাল ধরিয়া ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এই ক্ষণে পেনসন পাইতেছেন। ঈশ্বরের গণনায় রীজ সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এবং অন্যান্য ছাত্রের উৎসাহের নিমিত্ত সেই গণনা

বেঙ্গাল হরকরা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। এখন যেমন ইংলিসম্যান কাগজ, তখন তেমনি দৈনিক কাগজের মধ্যে বেঙ্গল হরকরা এবং সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্বাদ পত্রই প্রধান ছিল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ইংরাজী গণিত বিদ্যার মধ্যে সূর্য্যগ্রহণ গণনা অতি কঠিন কার্য্য এবং অঙ্ক শাস্ত্রে প্রচুর বিদ্যা না হইলে কেহ তাহা গণনা করিতে সক্ষম হয় না। অতএব ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের সূর্য্যগ্রহণ গণনা হরকরা কাগজে প্রচারিত হওয়াতে প্রমাণীকৃত হইল যে হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের অঙ্ক শাস্ত্রে চরম উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের গৌরব পাদ্রী সাহেবদিগের কিরূপে সহ্য হইবে? ঈশ্বরের গণনার ভুল না দেখাইতে পারিলে তাঁহাদের মনে শান্তি হইতে পারিল না, অতএব ঈশ্বরের পত্র হরকরা কাগজে প্রচারিত হওয়ায় ৭।৮ দিবসের মধ্যে জেনেরেল এসেম্বলী স্কুলের রেবরেণ্ড স্মিথ নামক এক জন অধ্যাপক এই গণনার প্রতিবাদ করিয়া নিজে এক গণনা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে ঈশ্বর যে সময়ে গ্রহণ হইবে এবং ছাড়িবে বলিয়া গণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক; তাঁহার নিজের গণনাই বিশুদ্ধ, ঈশ্বরের গণনা কোন কার্য্যকারক নহে; কেবল লোক দেখান গণনা মাত্র। ইহার উত্তরে রীজ সাহেব তাঁহার নিজ নামে এক পত্র লিখেন যে তাঁহার ছাত্রের গণনাই ঠিক এবং তিনি তাহার জন্য এক হাজার টাকা বাজী রাখিতে প্রস্তুত আছেন। যদি রেবরেণ্ড স্মিথ সাহেব সম্মত হয়েন তবে উভয়ে এক জন মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যেকে এক সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন, এবং যেহেতু গ্রহণের দিন অতি নিকট আসিয়াছে অতএব সেই দিবস উভয়ে মধ্যস্থকে লইয়া সর্ব্বেয়ার জেনরেল আফিসের অবজারবেটরি ঘরে যাইয়া সেই স্থানের দূরবীক্ষণ প্রভৃতি উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা প্রতক্ষ্য করিতে পারিবেন, যে কাহার গণনা বিশুদ্ধ এবং যাহার গণনা বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির হইবে তিনি তাঁহার বিপক্ষের গচ্ছিত টাকা পাইবেন। সাহেবদিগের সকল বিষয়েই ধনোপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি থাকে। রেবরেণ্ড স্মিথ সাহেব প্রথমে বোধ হয় বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে একে তিনি সাহেব তাহাতে আবার এক জন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত রেবরেণ্ড পাদ্রী, অধিকন্তু জেনেরেল এসেম্বলী স্কুলের ন্যায় বড় স্কুলের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক অতএব

তাঁহার নাম দেখিলে সকলেই বাঙ্গালী বালক ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের গণনা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার গণনাই বিশ্বাস করিবে। যাহা হউক রীজ সাহেবের পত্র প্রকাশিত হওয়ায় পরে তিনি লোক-লজ্জার খাতিরে কিম্বা অন্য যে কোন কারণে হউক, রীজ সাহেবের বাজী গ্রহণ ও এক জন মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট এক সহস্র টাকা গচ্ছিত করিতে বাধ্য হইলেন। সত্য মিথ্যা জানিনা, কিন্তু তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে কয়েক জন পাদ্রী একত্রে চাঁদা করিয়া এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া মধ্যস্থের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিলেন, নচেৎ স্মিথ সাহেবের ন্যায় গরিব পাদ্রীর একলা এক সহস্র টাকা দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না। পরে গ্রহণের দিবসে উভয় পক্ষে অবজরবেটরি ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং যথা সময়ে সূর্য্যদেবই আকাশে বসিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে ঈশ্বর মিত্রের গণনা বিশুদ্ধ। রীজ সাহেব জয়ী হইলেন, হিন্দু কলেজের মান বজায় রহিল এবং শত্রুর মুখে কালি পড়িল। রীজ সাহেব সেই সহস্র টাকা লইয়া তাহার তিন শত টাকা দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে এক সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন এবং অবশিষ্ট টাকায় পূজার অবকাশে পালকীর ডাকে কাশীর মাণ-মন্দির দেখিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্ব্বে তিনি গোহাড় প্রভৃতি হিন্দুর অস্পৃশীয় দ্রব্য সকল তাঁহার প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিতেন, পরে যখন তিনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন তখন ত একে মনসা তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ। তাঁহার লেখার চোটে হিন্দু সমাজকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে লিখিয়া, পুস্তক ছাপাইয়া, তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রের ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিতে কসুর করেন নাই। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের যেরূপ স্বভাব চিত্র করিয়াছেন তাহা কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধেও খাটে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন যে গৌরিশঙ্করের—

"লেখনীর গর্ব্বে গালাগালী পর্ব্বে পুরবাসী সর্ব্বে সিকস্তে।"

কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণমোহনের বিদ্যার ফলও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। এমন যে ঋষি তুল্য নিরীহ রাজা রাধাকান্ত দেব যাঁহাকে কি সাহেব কি হিন্দু কি মুসলমান সর্ব্বজনে সমান সম্মান করিত, তাঁহাকেও কৃষ্ণমোহন বিদ্রূপ এবং অপমান করিতে ছাড়েন নাই। কৃষ্ণমোহন হিন্দু-

সমাজকে ঠাট্টা করিয়া ইংরাজীতে এক নাটক লিখিয়া ছাপাইয়া ছিলেন তাহাতে তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবকে রাজা গাধাকান্ত নাম দিয়া তাঁহাকে অভিনয়ের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য হিন্দুকে ও তিনি সেই পুস্তকে সেইরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক বাহির হইলে অহিন্দু-মহলে আনন্দ উঠিল,—আনন্দ হইবারই কথা।

কলিকাতায় তখন হিন্দুসমাজের পক্ষে ভাল কথা কহে, এমন অধিক লোক ছিল না; বিশেষ কৃষ্ণমোহনের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সকলে সাহস করিত না, তথাপি বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের হিন্দু ইনটেলিজেন্সার ছাপাখানা হইতে একব্যক্তি কৃষ্ণমোহনের উত্তরে 'সঞ্জয় রিডিবাইবস্' নামেএকখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া তাহাতে কৃষ্ণমোহনকে 'ধিনিকৃষ্ণ তিনি তা' ও খৃষ্টান বিপ্রদাসকে Beef-fed-assও কৃষ্ণমোহনের ভ্রাতা কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'হাড় কালী' ও একজন খৃষ্টান মহিলাকে 'ইলাইজা ভূতোর মা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল। যদিও এই পুস্তকের ইংরাজী রচনা কৃষ্ণমোহনের পুস্তকের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি ইহা যে কৃষ্ণমোহনের নাটকের মুখের মতন গরম গরম তীব্র উত্তর হইয়াছিল, তাহা হরকরা ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাগজের সম্পাদকেরাও স্বীকার করিয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণমোহনই যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এমন নহে, পাদ্রী মণ্ডলীর মধ্যে যে যখন অবকাশ পাইতেন, বাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়িতেন না। এত বড় যে ডফ সাহেব তিনিও একবার (বোধ হয় ১৮৪৯ সালের অগষ্ট কিম্বা সেপ্তেম্বর মাসে হইবে) বেঙ্গল হরকরা পত্রে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি হিন্দু বালকদিগকে খ্রীষ্টান করেন বলিয়া বাঙ্গালীরা তাহাকে খুন করিতে মন্ত্রণা করিয়াছে। এই গুরুতর কিন্তু অমূলক অভিযোগের উত্তরে একজন হিন্দু কালেজের ছাত্র 'Mac Bamboo' নাম স্বাক্ষরে এমন এক তেজস্বী পত্র সেই কাগজে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহার পরে ডফসাহেব কিম্বা অন্য কোন পাদ্রী বাঙ্গালীদের প্রতি ঐরূপ দোষারোপ করিতে আর সাহস পাইলেন না।

কৃষ্ণমোহনের উন্নত সময়ে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল এবং অনেকের বিশ্বাস ছিল যে অনেক সাহেবেরাও তাঁহার তুল্য ইংরাজী রচনা করিতে পারেন না। কৃষ্ণমোহন 'Lardner's Encyclopedia র অনুকরণে 'Encyclopedia Bengalensis' নামে খণ্ডে খণ্ডে দ্বৈভাষিক অর্থাৎ ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষার বৃহৎ এক পুস্তক রচনা করিতে সংকল্প করিলেন, তাহার দ্বাদশ খণ্ড বাহির হইয়াছিল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন চরিত লেখা বা তাঁহার চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টান সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা হয় ত অনেকের মনোকষ্টের কারণ হইয়াছি—কিন্তু জীবন্ত ইতিহাস লেখকের কোন দিকেই নিস্তার নাই। যাহা হউক, সহৃদয় পাঠক এই প্রবন্ধ ইতিহাসের উপকরণ জ্ঞান করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমাদের ভরসা।

রুক্মা বাইএর চিঠি।

কেমনে পূরিবে সাধ হে;
অহে——কহ গুণমণি কেমনে তা শুনি
বামনে ধরিবে চাঁদ হে।

শুনে হাসি পায় বলো ঘরে আয়—
কই পতি ঘর কই?
দিব্য অট্টালিকা ফুলের বাগান
মার্ব্বেল ফোয়ারা কই?
লতার 'বাউয়র', হাওয়াখানা ঘর
সারি গাঁথা ঝাউগাছ,
'টেনিসে'র ঘর কই হে আমার,
হ্রদ কই খেলি বাচ্?
আর কি এখন্ আছি হে তেমন্
ঘোমটা ঘুরুণী বউ,
পেয়েছি এখন্ সুখের আস্বাদ—
চিনেছি পাশ্চাত্য মউ!